গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dgjute.gov.bd

নম্বরঃ ২৪.০১.০০০০.০০১.২৫.০৬৫.০৪-৪৭০

তারিখঃ ১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

লক্ষ্য করা যাচেছ যে, পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন করে যথাসময়ে ভ্রমন ভাতা বিল দাখিল করছেন না। অর্থ বছরে শেষে এসে তাদের অনেকেই সারা বছরের বা পূর্ববর্তী অর্থ বছরেরসহ ভ্রমণ বিল একত্রে দাখিল করছেন। ফলে জুন মাসে এসে স্বল্প সময়ে ভ্রমণের যথার্থতার সাথে বিলের দাবীকৃত অর্থের যৌক্তিকতা যাচাই করাসহ তা নিষ্পত্তি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সব জটিলতা নিরসনকল্পে ভ্রমণ সম্পন্ন করার পরবর্তি মাসের মধ্যে ভ্রমণ ভাতা বিল দাখিল নিশ্চিত করার জন্য ইতোপূর্বে বলা সত্বেও তা মোটেই প্রতিপালন করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, কোন কোন আঞ্চলিক সহকারী পরিচালক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসেবে জেলা পর্যায়ে মুখ্য পরিদর্শকদের ভ্রমণ বিল প্রাপ্তির পর বাজেট অপর্যাপ্তের অজুহাতে তা পরিশোধ না করে নিজের সব ভ্রমণ বিল উত্তোলন করেন; যা কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না। অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় ভ্রমণ ভাতা খাতে বরাদ্দ অপ্রতুলতার কারণে অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারদের দাখিলকৃত ভ্রমণ বিল পরিশোধ না করার বিষয়টি অধিদপ্তরকে অবহিত না করে বা সময়মত অতিরিক্ত বরাদ্দ না চেয়ে পরবর্তি অর্থ বছরের জন্য বিল বকেয়া রাখার অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। সময়মতো বিল দাখিলের পর তা যথাসময়ে পরিশোধের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এর দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপর বর্তাবে। কাজেই অধিদপ্তরের আর্থিক স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক শৃংখলার স্বার্থে আগামী অর্থ বছরের শুরু(জুলাই/১৮) হতে মাঠ পর্যায়সহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা বিল দাখিলের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করতে বলা হলোঃ

১.১ ভ্রমণ সম্পন্ন করার পরবর্তি মাসের মধ্যে ফরওয়ার্ডিংসহ ভ্রমণ ভাতা বিল অবশ্যই সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বরাবরে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে ঐ বিলের দাবী কোনক্রমেই বিবেচনা করা হবে না। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বরাদ্দ থাকলে বিল প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে বিলের দাবী পরিশোধ বা বিলটি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;অন্যথায় যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক অবিলম্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে তা অবহিত করবেন।

১.২ যথাসময়ে দাখিলকৃত ভ্রমণ ভাতা বিল পরিশোধকালে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে হারাহারিভাবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা এবং তার অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রাপ্য বিল পরিশোধ করতে হবে।

১.৩ ভ্রমণ ভাতা খাতে বাজেট থাকা সত্বেও দাখিলকৃত বিল পরিশোধ বা নিষ্পত্তিকল্পে তা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপর বর্তাবে। চলতি অর্থ বছরে এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ আছে। কোন বিল যাতে বকেয়া না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১.৪ চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জুন/১৮ মাস ব্যতীত কোন ভ্রমন ভাতার বকেয়া বিল ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পরিশোধ করা হবে না।

১.৫ প্রতিটি ভ্রমণ যাতে জনস্বার্থে সম্পন্ন করা হয় এবং এর সপক্ষে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস যথাযথভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১০/৬/২০১৮

(মোঃ শামছুল আলম)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৯৫৬১৫৪৬।

বিতরণঃ
০১। সহকারী পরিচালক (সকল), পাট অধিদপ্তর, ...।
০২। পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল), পাট অধিদপ্তর, ...।
০৩। মুখ্য পরিদর্শক(সকল), পাট অধিদপ্তর, ...।
০৪। পরিদর্শক(সকল), পাট অধিদপ্তর, ...।

অনুলিপি:
০১। সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
০২। পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ)/(পাট), পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩। উপরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ)/(পাট)/(পাটপণ্য পরিদর্শন)/(পরীক্ষণ), পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। সহকারী পরিচালক(অর্থ ও বাজেট)/হিসাব শাখা, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. অফিস কপি।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ভ্রমণ ভাতা বিল প্রাপ্তির পর বর্ণিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।